বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহ্ পাকের খলিফা আল-মাহদি মুস্তাক মুহাম্মাদ আরমান খান - এর পক্ষ থেকে
আলেমসমাজ ও সকল মুসলমানের জন্য

সালামুন আলাইকুম,

সকল প্রশংসা আল্লাহ্ পাকের জন্য যিনি সকল কিছুকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে রাস্তা দেখিয়েছেন। হে আল্লাহ্, মুহাম্মাদ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবার ও তাঁর সকল সাহাবী রদিয়াল্লহু আনহুমদের প্রতি রহমত দান করুন। আম্মা বা'দ।

নবীজী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা থেকে সর্বশেষ নবী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন, তখন মক্কার লোকেরা ও সমগ্র আরব তাঁর বিরোধিতা করে। তাদের নিকট এটা অবিশ্বাস্য মনে হয় যে, আমাদের মধ্য থেকে আমাদের মতই একজন কি করে আল্লাহ্ পাকের রসূল হয়, যে কিনা আমাদের মতই খানা খায়, বাজারে যায়। তাঁর সাথে তো কোনো ফেরেশতা চলাচল করে না, বা তাঁর তো অঢেল সম্পদ নাই। এধরণের বিশ্বাস পোষণকারী লোকদের অধিকাংশই শেষ পর্যন্ত ইসলাম থেকে বঞ্চিত হয়ে দুনিয়া থেকে চলে যায়।

ঠিক একইভাবে আল-মাহদি সম্পর্কেও মানুষের ধারণা যে, তিনি হয়তো একজন অতিমানব হবেন, যিনি মক্কার মসজিদুল হারামে কাবা প্রাঙ্গণে হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহীমের সামনে লোকদেরকে নিকট বায়াত গ্রহণ করবেন এবং সৌদি প্রশাসনকে আল্লাহ্ পাক গায়েবী সাহায্যের দ্বারা প্রতিহত করা থেকে বিরত রাখবেন বা ধ্বংস করে দিবেন। আবার তিনি নিজে নিজের আল-মাহদি হওয়ার ব্যাপারটি কিছুই জানবেন না, বরং কিছু লোক তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘর থেকে বের করে নিয়ে এসে জবরদস্তীমূলক বায়াত গ্রহণ করবে।

হাদিসের প্রচলিত ভুল ব্যাখ্যা, এই ভুল ব্যাখ্যার ব্যাপক প্রচার এবং আলেমসমাজের এই ব্যাপারে গবেষণার অভাবের কারণে সাধারণভাবে সকল মুসলমানের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে।

হাদিস সমূহের সঠিক ব্যাখ্যা, যা অর্জন করতে আল্লাহ্ পাক আমাকে সাহায্য করেছেন, তা উল্লেখপূর্বক আমার উপর তা কিভাবে কার্যকর হয়েছে তা এখানে বর্ণনা করবো, ইনশাআল্লাহ্।

يكون اختلاف عند موت خليفة- فيخرج رجل من اهل المدينة هارب الى مكة- فياتيه الناس من اهل مكة- فيخرجونه- وهو كاره-فيبايعونه بين الركن والمقام- ويبعث اليه بعث من اهل الشام فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة- فاذا راى الناس ذلك اتاه ابدال الشام وعصاءب من اهل العراق- فيبايعونه بين الركن والمقام

অর্থঃ একজন বাদশাহর মৃত্যুর নিকটবর্তি সময়ে মতানৈক্য দেখা দিবে। তারপর শহরবাসি একব্যক্তি প্রকাশ পাবে, যে পালিয়ে মক্কায় যাবে। তারপর মক্কার কিছু লোক তার নিকটে আসবে। তারপর তাকে প্রকাশ করা হবে এবং তিনি অপছন্দ করবেন। তারপর রোকন ও মাকামের মাঝে বায়াত গ্রহণ করবে। এবং শাম থেকে একটি বাহিনী তার দিকে পাঠানো হবে। মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তি এক খোলা ময়দানে তাদেরকে জমিতে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। মানুষ যখন এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করবে,

শাম থেকে আবদালরা ও ইরাক থেকে দলে দলে লোক তার নিকটে আসবে। তারপর তার হাতে রোকন ও মাকামের মাঝে বায়াত গ্রহণ করবে।

এখানে পর্যায়ক্রমিক ঘটনাসমূহ হলোঃ

১) একজন বাদশাহর মৃত্যুর নিকটবর্তি সময়ে তিনজন রাজপুত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব

ব্যাখ্যাঃ ২০১৫ সালে বাদশাহ আব্দুল্লাহর মৃত্যু এবং সেবছরই তিন রাজপুত্র মুকরিন বিন আবদুল আজিজ, মুহাম্মাদ বিন নাইফ ও মুহাম্মাদ বিন সালমান-এর মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়।

২) মদিনার অধিবাসী একব্যক্তি পালিয়ে মক্কায় আসবে

ব্যাখ্যাঃ মদিনা বলতে এখানে মদিনা মুনাওয়ারা বুঝানো হয়নি, বরং শহরকে বুঝানো হয়েছে। এক্ষেত্রে কুরআন আমাদেরকে রাস্তা দেখাবে। কুরআনে পাকের ১৪ আয়াতে "মদিনা" শব্দটি এসেছে, যার মধ্যে কেবলমাত্র তিন জায়গায় (তওবা- ১০১, ১২০ ও মুনাফিকুন- ৮) মদিনা মুনাওয়ারা ও বাকি ১১ জায়গায় (কাহফ- ১৯, ৮২, কসাস- ১৫, ১৮, ২০, আ'রাফ- ১২৩, আহযাব- ৬০, হিজর- ৬৭, ইয়াসিন- ২০, ইউসুফ- ৩০, নামল- ৪৮) শহর হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

এছাড়া অন্যান্য বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, ইমাম মাহদি মদিনার পূর্ব দিকের কোনো দেশ থেকে আসবেন। মদিনার পূর্বদিকে সোজা রেখা টানলে সেটা বাংলাদেশের টঙ্গী পর্যন্ত আসে, যেখানে আমি ছোট থেকে বড় হয়েছি। ২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে টঙ্গী থেকে পালিয়ে আমি মক্কায় চলে আসি।

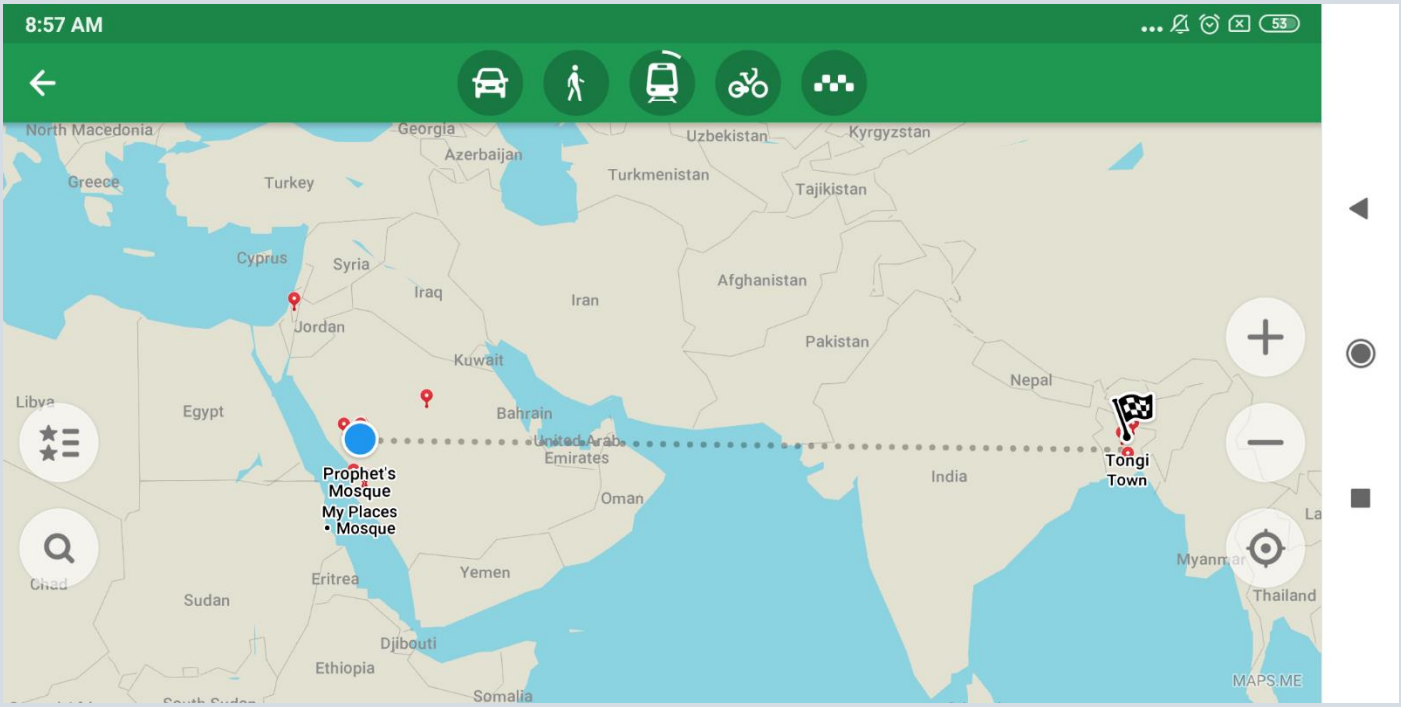

"ইমাম মাহদি বাংলাদেশি এবং তার নাম সরাসরি মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ নয়"- এই শিরোনামে আমার একটি বিস্তারিত বক্তব্য ইউটিউব ও ফেইসবুকে আছে।

৩) মক্কার কিছু লোক তার কাছে আসবে

ব্যাখ্যাঃ এখানে **মক্কা** বলতে **টঙ্গী**কে বুঝানো হয়েছে এবং টঙ্গী থেকে আমার কিছু সাথি আমার কাছে এসেছে । এর কিছু প্রমাণ হলোঃ

- মক্কা ও টঙ্গীর সংখ্যাতাত্ত্বিক মান **১৯**।
- মক্কাতে হজ্জ হয়, টঙ্গীতে ইজতেমা হয়।
- মক্কাতে হজ্জ বিঘ্নিত হয়েছে, টঙ্গীতে ইজতেমা বিঘ্নিত হয়েছে।
- মক্কাতে নবীজী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছোট থেকে বড় হয়েছেন, ২৫ বছর বয়সে বিয়ে করেছেন। টঙ্গীতে আমি ছোট থেকে বড় হয়েছি, ২৫ বছর বয়সে বিয়ে করেছি।
- মক্কার লোকেরা নবীজী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কায় ইসলাম প্রচার করতে বাধা দিয়েছে, অপমানিত-অপদস্ত করেছে। টঙ্গীর লোকেরা টঙ্গীতে আমাকে তাবলীগ করতে বাধা দিয়েছে, অপমানিত-অপদস্ত করেছে।
- নবীজী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে পালিয়ে হিজরত করেছেন। আমি টঙ্গী থেকে পালিয়ে হিজরত করেছি।
- নবীজী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করার কিছুদিন পর তাঁর পরিবার হিজরত করেন। আমি হিজরত করার কিছু দিন পর আমার পরিবার হিজরত করে আমার কাছে আসে।
- নবীজী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কার সাহাবীদের অধিকাংশই হিজরত করে ফেলেন এবং অল্প কিছু সাহাবী বন্দি অবস্থায় থাকেন। আমার টঙ্গীর অধিকাংশ সাথি হিজরত করে ফেলে এবং কিছু সাথি এখন দেশে জেলখানায় বন্দি আছে।

৪) তাকে মানুষের সামনে প্রকাশ করবে

ব্যাখ্যাঃ মাহমুদ আল-হিন্দের বই, ফেইসবুকের কিছু ফলোয়ার ও বাংলাদেশের গণমাধ্যমের কিছু লোক আমাকে মানুষের সামনে সমালোচিত করেছে ও জঙ্গি অপবাদ দিয়েছে

৫) তিনি অপছন্দ করবেন

ব্যাখ্যাঃ সমালোচনা ও জঙ্গি অপবাদ আমার নিকট অপছন্দনীয় ছিলো

৬) রোকন ও মাকামের মাঝে লোকেরা তার হাতে বায়াত গ্রহণ করবে (**১ম** বায়াত)

ব্যাখ্যাঃ রোকন ও মাকামের প্রচলিত অর্থ ধরা হয় যথাক্রমে হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহীম, যা সম্পূর্ণ ভুল। বরং রোকন ও মাকাম দ্বারা ইমাম মাহদির জীবনের দুইটি ঘটনা বা সময়কে বুঝানো হয়েছে। সেই হিসেবে রোকনের পর প্রথম বার বায়াতের ঘটনা ঘটবে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, আরবি **রোকন** শব্দটির স্বাভাবিক অর্থ হলো **Corner** বা **কোণ**। কিন্তু এর অন্য একটি অর্থ হলো **Shunt** বা **সরে যাওয়া**।

রোকন শব্দটির অর্থ আমাকে স্বপ্নের মাধ্যমে ইশারা দিয়ে জানানো হয়েছে। আর তা হলো সূরা ফাতহের প্রথম আয়াত। যখন মক্কার লোকেরা **অপমানজনক** হুদাইবিয়ার সন্ধির মাধ্যমে নবীজী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওমরা করতে বাধা দেয় এবং তিনি সেখান থেকে **সরে আসেন**,

তখন আল্লাহ্ পাক নিকট বিজয়ের সুসংবাদ দান করেন। অর্থাৎ ঘটনার মূল বিষয় হলো **অপমান ও সরে যাওয়া**।

ঠিক তেমনি যখন ফেইসবুক ও গণমাধ্যমগুলোতে আমাকে ব্যাপকভাবে **অপমানিত** করতে থাকে, তখন আমি অনলাইনে বক্তব্য দেওয়া থেকে **সরে যাই**।

তাহলে, রোকনের ঘটনা হলো অনলাইন কার্যক্রম থেকে আমার সরে আসা

রোকন অর্থাৎ অনলাইন কার্যক্রম থেকে সরে আসার পর ২০২০ সাল (১৪৪১ হিজরি) হজ্জের আগে ও পরে তিন শতাধিক মানুষ, যার মধ্যে নারী, পুরুষ ও আলেম রয়েছে, আমার হাতে বায়াত গ্রহণ করেছে (১ম বায়াত)।

সৌদি সরকার ইমাম মাহদিকে বাধা দেয়ার জন্য যতই মসজিদুল হারামকে আটকে রাখুক বা হজ্জে লোকদেরকে অংশগ্রহণ করতে না দিক, আল্লাহ্ পাক তাঁর আপন পরিকল্পনা অনুযায়ি সব করে যাচ্ছেন, আলহামদুলিল্লাহ।

৭) আল-মাহদিকে হত্যা করার জন্য শামের বাহিনী আসবে ও মাটি তাদেরকে গ্রাস করবে

ব্যাখ্যাঃ যা এখনো ঘটেনি।

৮) ইরাক ও শাম থেকে দলে দলে মানুষ এসে বায়াত গ্রহণ করবে (২য় বায়াত)

ব্যাখ্যাঃ যা এখনো ঘটেনি।

৯) মাকামের ঘটনা বা এক রাতের পরিশুদ্ধির ঘটনা ঘটবে

ব্যাখ্যাঃ মাকাম দ্বারা ইমাম মাহদিকে এক রাতের পরিশুদ্ধির ঘটনাকে বুঝানো হয়েছে, যা এখনো ঘটেনি। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা **"মক্কাতে ইমাম মাহদির আত্মপ্রকাশ ও বায়াতের ঘটনা সম্পন্ন হয়েছে, হজ্জ ২০২০ এর আগে ও পরে"** শিরোনামে আমার বক্তব্যে দেয়া হয়েছে।

يقتتل عند كنزكم ثلاثة- كلهم ابن خليفة- ثم لا يصير الى واحد منهم- ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق- فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم- ثم ذكر شيءا لا احفظه- فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَي الثَّلْجِ- فَإِنَّهُ خَلِيْفَةُ اللهِ الْمَهْدِيْ

অর্থঃ তোমাদের ধনভাণ্ডারের নিকট তিনজনের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হবে। এদের প্রত্যেকেই রাজপুত্র। তারপর তাদের কেও সেই ধনভাণ্ডার হাসিল করতে পারবে না। তারপর পূর্ব দিক থেকে কালো ব্যানারের উদয় হবে। তারা তোমাদেরকে এমনভাবে হত্যা করবে, এরপূর্বে এরকম হত্যাকাণ্ড আর কোনো জাতি করেনি। সাউবান রদিয়াল্লহু আনহু বলেন, এরপর নবীজী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু একটা বললেন যা আমি স্মরণে রাখতে পারিনি। তারপর নবীজী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমালেন, সুতরাং তোমরা যখন তাকে দেখবে তার হাতে বায়াত হয়ে যেও, বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়ে হলেও। কারণ সে হলো আল্লাহ্ পাকের খলিফা, আল-মাহদি।

এই হাদিসের ঘটনাপ্রবাহঃ

১) সৌদি তিন রাজপুত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং এদের কেউই শেষ পর্যন্ত বাদশাহ হবে না

ব্যাখ্যাঃ ইতিমধ্যে মুকরিন বিন আবদুল আজিজ মারা গিয়েছে বা মেরে ফেলা হয়েছে এবং মুহাম্মাদ বিন নাইফকে জেলে বন্দি করে রাখা হয়েছে। মুহাম্মাদ বিন সালমানও শেষ পর্যন্ত বাদশাহ হতে পারবে না।

২) পূর্বদিক থেকে **কালো ব্যানারের** উদয় হবে

ব্যাখ্যাঃ হাদিসে ব্যবহৃত আরবি শব্দ **রয়াত** অর্থ **ব্যানার**। কিন্তু **রয়াত** এর অন্য একটি অর্থ হলো **বিজ্ঞান বা সাইন্স**। অর্থাৎ **পূর্ব দিক** বা **চিন ও সকল অপশক্তি** থেকে **কালো সাইন্স**-এর ব্যবহারের মাধ্যমে তৈরিকৃত **করোনা ভাইরাস** ও **হার্প টেকনোলোজি**র এসময় উদয় বা ব্যবহার শুরু হয়েছে, যার মূল উদ্দেশ্যই হলো মানুষকে মেরে ফেলা।

৩) এমনভাবে মানুষদেরকে হত্যা করবে, যা আগে কেউ করেনি

ব্যাখ্যাঃ করোনা ভাইরাসের মাধ্যমে দুনিয়াব্যাপি মানুষদেরকে ধোকা দিয়ে রোগ ছড়িয়ে দিয়ে এমনভাবে মেরে ফেলা হচ্ছে, যা আগে কোনো জাতি এভাবে মানুষদেরকে হত্যা করেনি।

৪) বায়াতের আগেই ইমাম মাহদি জনসন্মুখে আসবেন এবং তিনি কিছু করবেন, যা সাউবান রদিয়াল্লহু আনহু মনে রাখতে পারেননি

ব্যাখ্যাঃ সাউবান রদিয়াল্লহু আনহু যে অংশটুকু ভুলে গিয়েছেন, তার পরবর্তি অংশই হলো "তোমরা যখন **তাকে** দেখবে..."। অর্থাৎ ভুলে যাওয়া অংশে **একব্যক্তি** সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, **যিনি জনসন্মুখে এসে কিছু করবেন এবং লোকেরা তাকে দেখবে বা তার সম্পর্কে জানতে পারবে**।

যখন করোনা ভাইরাসের মহামারি প্রাথমিক পর্যায়ে ছিলো এবং তখনো লকডাউন শুরু হয়নি, তখন ফেইসবুক ও ইউটিউবে ভিডিও বক্তব্যের মাধ্যমে লোকদেরকে আমি এই ব্যাপারে সাবধান করছিলাম এবং ইমাম মাহদির হাদিস সমূহের প্রচলিত ব্যাখ্যা ও সঠিক ব্যাখ্যা কি হতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করে যাচ্ছিলাম। ফলে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আমি ব্যাপক আলোচিত সমালোচিত হই এবং দুনিয়ার অনেক দেশেই আমার খবর পৌছে যায়।

৬) বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়ে হলেও-থেকে একথা সুস্পষ্ট যে ইমাম মাহদির আত্মপ্রকাশের সময় স্বাভাবিকভাবে মক্কায় প্রবেশ করা যাবে না।

ব্যাখ্যাঃ করোনা ভাইরাসের উসিলা দিয়ে **সৌদি সরকার** সারা দুনিয়া থেকে হাজীদেরকে হজ্জ-ওমরা করার জন্য মক্কায় প্রবেশ করতে দেয়নি। এর মূল উদ্দেশ্য ছিলো, লোকেরা যেনো ইমাম মাহদির হাতে বায়াত হওয়ার জন্য মসজিদুল হারামে বা মক্কায় একত্রিত হতে না পারে। **কিন্তু এতোসব বাধা ও দুনিয়ার শক্তিকে উপেক্ষা করে আল্লাহ্ পাক ঠিকই ইমাম মাহদিকে মক্কায় হেফাজতে রেখেছেন, তিনশতাধিক মানুষ গোপনে বায়াত গ্রহণ করেছে এবং এখন প্রায় প্রতিদিনই অল্প অল্প করে বায়াত গ্রহণ করছে, যদিও সারা দুনিয়ার মানুষ তা থেকে বেখবর**।

৭) যে কোনো উপায়েই হোক না কেনো সকল মুসলমানের জন্য এখন ইমাম মাহদির হাতে বায়াত গ্রহণ করতে হবে এবং এটা ওয়াজিব।

হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ি আমার নাম, আমার পিতার নাম, মক্কা ও মদিনার মাঝে কয়েকবার সফর করা, আহলে বাইতের অন্তর্ভূক্ত হওয়া, ফাতিমা রদিয়াল্লহু আনহার সন্তানদের মধ্য থেকে হওয়া ইত্যাদি সকল বিষয়ে আমি **"মক্কাতে ইমাম মাহদির আত্মপ্রকাশ ও বায়াতের ঘটনা সম্পন্ন হয়েছে, হজ্জ ২০২০ এর আগে ও পরে"** ভিডিওতে কিছুটা আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। আল্লাহ্ পাক সকলকে তা উপলব্ধি করার তৌফিক দান করুন, আমিন।

এখন আমার পক্ষ থেকে বাংলাদেশের সরকার, পুলিশ ও সামরিক বাহিনী, আলেম সমাজ, সাধারণ মুসলমান ও বাংলাদেশের বাইরে বাংলা ভাষাভাষী সকল মুসলমানের প্রতি আহবান হলো, আমরা মুসলমান। আল্লাহ্ পাক ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মা'বুদ নেই। তিনি মুহাম্মাদ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে সত্য দ্বীন ইসলামকে জমিনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যা আজ চৌদ্দশ বছর পর পুরাতন কাপড়ের মতো মলিন ও অপরিচিত হয়ে গিয়েছে। দুনিয়ার হায়াত যে কোনো অবস্থাতেই হোক না কেনো শেষ হয়ে যাবে। এক দিন আমাদের সকলকেই কবরে পৌছাতে হবে। সেখানে দুনিয়ার কোন জিনিস বা কোনো মানুষ আমার সাথে যাবে না। আখিরাতের এক অফুরন্ত জীবন শুরু হবে, যা আর কোনো দিন শেষ হবে না। আমি যা কিছু ভালো বা মন্দ কাজ করবো, তাই আমার সাথে যাবে। দুনিয়ার জীবন তো এক সফর মাত্র। এখান থেকে যথাসম্ভব সম্বল যোগার করে আমাদেরকে আখিরাতে সাথে করে নিয়ে যেতে হবে। তাই আমরা আমাদের পিছনের জীবনের ভুলত্রুটির জন্য আল্লাহ্ পাকের দরবারে ক্ষমাপ্রার্থনা করি ও তওবা করি। একথাকে দিল থেকে মেনে নেই যে, আল্লাহ্ পাক এক, তিনিই আমাদের একমাত্র অভিভাবক। এবং নবীজী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু আমাদের শিখিয়েছেন, উহাকে গ্রহণ করি। যা কিছু তিনি নিষেধ করেছেন, তা আমরা বর্জন করি। দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী, যা কেবলমাত্র এক পরিক্ষাকেন্দ্র। ঈমান আনার পর ভালো ভালো কাজ করে নিজের জন্য সামানা তৈরি করতে হবে। মৃত্যু যেকোনো সময় এসে আমাকে এক অপরিচিত জগতে নিয়ে যাবে, যেখান থেকে কেউ কখনো ফিরে আসেনি, আমিও ফিরে আসতে পারবো না। এই বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারা অনেক বেশি জরুরি। তাই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজকে নিজের জীবনের জন্য এক পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করি। যাদেরকে আল্লাহ্ পাক যথেষ্ঠ সম্পদ দান করেছেন, তারা যাকাত দেই এবং সামনে যখন সুযোগ আসবে তখন হজ্জ করি। আর দুনিয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে, আমরা সকল মুসলমানের জন্য জরুরি হলো আমরা এখন এক ছাতার নিচে একত্রিত হয়ে সম্মিলিতভাবে ইসলামের জন্য কাজ করি। বর্তমান পরিস্থিতিতে আপাতত আমাদের কাজগুলো হলোঃ

১) সকল দলাদলি ভুলে যেয়ে মুসলমানরা এক ছাতার নিচে একত্রিত হওয়া। তাই সকলে আমার হাতে বায়াত গ্রহণ করি, যেটা নবীজী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুকুম করে গিয়েছেন। যে যেখানে আছি, সেখান থেকেই বায়াত হয়ে যাই, আল্লাহ্ পাক এর স্বাক্ষি থাকবেন।

২) সঠিক ইসলামের যেই দাওয়াত আমি দিয়ে যাচ্ছি, সেই ভাবে নিজেদেরকে গড়ে তোলার চেষ্টা করি। আল্লাহ্ পাক দুনিয়া থেকে এখন নাপাক সকল জিনিসকে ধ্বংস করে দেয়ার ফয়সালা করেছেন। যদি আমার দিলটা নাপাক হয়, তাহলে আমিও জমিন থেকে ধ্বংস হয়ে যাবো।

৩) সাধ্যমত দুনিয়ার অমুসলমানদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে তাদেরকেও ইসলামের পতাকাতলে নিয়ে আসার চেষ্টা করা।

৪) আমার পক্ষ থেকে যে কোনো কাজের আহবান জানানো হয়, যে কোনো পরিস্থিতিতে সেই আহবানে সাড়া দেয়ার জন্য সকলে প্রস্তুত থাকি। এর জন্য প্রয়োজনে নিজের জান, মাল ও অন্য সবকিছুকে ত্যাগ করার জন্য তৈরি থাকি।

আল্লাহ্ পাক সকলকে আমল করার তৌফিক দান করুন, আমিন।

এই চিঠি আমি ইংরেজি, উর্দু, মালায় ও আরবি ভাষায় তরজমা করে দুনিয়ার সকল মুসলমানদের নিকট পৌছে দেয়ার চেষ্টা করছি। যারা অন্যান্য ভাষা জানি, তারা সেই সেই ভাষায় তরজমা করে ঐসব জাতির মুসলমানদের নিকটও পৌছে দেই। ইনশাআল্লাহ্, সকল মুসলমানদের নিকট আমার খবর পৌছার আগেই দুনিয়ার কাফের বাদশাহদের নিকট তা পৌছে যাবে এবং তারা অতি নিকটবর্তী সময়ে নিজেদের ধ্বংস ও মুসলমানদের বিজয় উপলব্ধি করতে পারবে।

ওয়াসসালাম

১৬ আগস্ট, ২০২০

২৬ জিল হজ্জ, ১৪৪১